ভার্চুয়ালি পালিত হলো অ্যাপনিক সুবর্ণ জয়ন্তী

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট

সাইবার অপরাধ দমনের নামে অনেক দেশেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় খবরদারি করছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞেরা। তাদের অনেক পদক্ষেপই মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং এর কারণে ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট দুনিয়ার উন্মুক্ত তথ্যপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে মনে করছেন তারা। গত ১০ সেপ্টেম্বর অ্যাপনিক সুবর্ণ জয়ন্তী সভার সমাপনী অধিবেশন ওপেন পলিসি মিটিংয়ে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রযুক্তিবোদ্ধা ও প্রকৌশলীরা।

তবে শেষ দিনের বার্ষিক সাধারণ সভায় করোনায় এই খাতটিতে বড় ধরনের কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা। এক্ষেত্রে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সদস্যদের দক্ষতা বাড়াতে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

প্রশিক্ষণ বাড়ানোর পাশাপাশি অ্যাপনিক ডাটা অ্যাকিউরিসি নিয়েও আলোচনা হয়। এছাড়া পরিস্থিতি বিবেচনায় ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য ফিলিপাইন বৈঠক অনলাইনে করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

সভায় গত ৬ মাসের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টারের মহাপরিচালক পল উইলসন। ইসি আপডেট তুলে ধরেন সভাপতি গৌরবরাজ উপাধ্যায়। এ সময় উপস্থাপিত আয়-ব্যয়ের হিসেবে দেখা গেছে অ্যাপনিক ফের সচ্ছলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যেই সংবিধান অনুযায়ী ১৬ মাসে উদ্বৃত্ত অর্থ তহবিলে জমা হবে। এরপর অতিরিক্ত অর্থ সদস্যদের হয় চাঁদা না নেয়ার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়া অথবা তাদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে কর্পোরেটসিগ, পলিসিসিগ, রাউটিং সিকিউরিটিসিগ এবং অ্যাপনিক জরিপ প্রতিবেদনের খসড়া উপস্থাপন করা হয়। সূত্রমতে, খুব শিগগির কার্যনির্বাহী কমিটি বৈঠক করে জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেবে।

এছাড়া এইদিন অ্যাপনিক কার্যনির্বাহী সভায় সংযুক্ত থেকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সুমন আহমেদ সাবির, কেমডস, আছি, ইউডম, ক্যানি হোয়ান এবং মাজ।

এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর জাঁকজমকের সাথে না হলেও দ্বিতীয় দফায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন হয় অ্যাপনিক সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মেলন। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের আয়োজনে ঢাকায় হওয়ার কথা থাকলেও অতিমারীর কারণে সম্মেলন হয় জুমে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টারের এই বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন দেড় শতাধিক সদস্য। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় শুরু হয়ে সম্মেলনে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্য বাদে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়াসহ মোট ৫৬টি দেশ থেকে সদস্যরা সম্মেলনে অংশ নেন সন্ধ্যাতক। সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫টি সেশন।

উদ্বোধনী দিনে বক্তব্য রাখেন অ্যাপনিকের ইসি কমিটির চেয়ার গৌরবরাজ উপাধ্যায়, অ্যাপনিক ডিজিপল উইলসন, আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম। এছাড়া বিভিন্ন সেশনে বাংলাদেশ থেকে আলোচনায় অংশ নেন অ্যাপনিক ইসি মেম্বার সুমন আহমেদ সাবির। আলোচনায় বিভিন্ন সেশনে বাংলাদেশ থেকে মইনুর রহমান, সাইমন সোহেল বারোই, আব্দুল আওয়াল, শায়লা শারমিন, আফিফা আব্বাস, দেবাশীষ পাল এবং অ্যাপনিক ইলেকশন চেয়ার মুনির হাসান অংশ নেন।

এছাড়া গুগলের নেটওয়ার্কিং প্রকৌশলী ফিলিপ গার্সিও স্বচালিত নেটওয়ার্ক এবং আকামাইয়ের এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার অ্যালেক্স লিউং নেটওয়ার্কের ট্র্যাফিক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অ্যাপনিক ৫০ কনফারেন্সের প্রথম দিনে এশিয়া প্যাসিফিক নেক্সট জেনারেশন (APNG) লিডারদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় APNG সেমিনার 'New Normal Life with AI on the Internet'। এই সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ড্রিম ডোর সফট লিমিটেডের পরিচালক ড. খান মোহাম্মদ আনোয়ারুস সালাম। তিনি রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন (RPA) এবং চ্যাটবট ব্যবহার করে কীভাবে ব্যাংক এবং ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কীভাবে পরিচালিত করতে পারে সে বিষয়ে তুলে ধরেন। তিনি এ বিষয়ে আইবিএম এবং গুগলে নিজের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বাংলাদেশে তৈরি প্রযুক্তি কীভাবে এশিয়ার অন্যান্য দেশে সম্প্রসারণ করা যায় সে বিষয়ে অন্য এশিয়ান লিডারদের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সেমিনারে আরও জানানো হয়, এখন থেকে প্রতিমাসে APNG নিয়মিত ওয়ার্কশপ এবং ওয়েবিনার আয়োজন করার মাধ্যমে নেক্সট জেনারেশন (APNG) লিডারদের প্রস্তুত করার ব্যাপারে সহায়তা করবে। আগামী ৩ অক্টোবর 'রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন (RPA)' বিষয়ক ওয়েবিনার আয়োজন করা হবে। যেখানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ব্যাংক কীভাবে RPA ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে তা তুলে ধরা হবে। সম্মেলনে আইপিভি৬ বাস্তবায়ন নিয়ে একটি এবং ফাস্ট টিসিসিকিউরিটি নিয়ে দুটি ও একটি উন্মুক্ত বৈঠক হয়েছে। সম্মেলনের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় চারটি সেশন। সবশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে বেলা সাড়ে ৩টায় পর্দা নামে সুবর্ণ অ্যাপনিকের।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে অ্যাপনিকের ৪৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘোষণা দেয়া হয় পরবর্তী সম্মেলন (৫০তম) অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে। সরকারের সহযোগিতায় এটি আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল আইএসপিএবি। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে তা হয়নি।

প্রথম দফায় ২০১৬ সালে অ্যাপনিক সম্মেলনের আয়োজক হওয়ার সুযোগ পেলেও তখন হলি আর্টিজান হামলার কারণে নিরাপত্তা ইস্যুতে ভেন্যু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীলঙ্কায়। এবার করোনা সংকটে ভেন্যু বাতিল করে ভার্চুয়ালি সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২ সালে ফের এই সম্মেলনের আয়োজনের সুযোগ পেতে পারে স্বাগতিক বাংলাদেশ– এমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের। তাদের প্রত্যাশা, ভার্চুয়াল মাধ্যমে এবার অংশগ্রহণ বেশি হলেও নেটওয়ার্কিং, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং বাস্তব মিথস্ক্রিয়াটা সবাই মিস করেছেন কজ